দর্শনায় ২২ টি স্বর্ণের বার সহ আটক; বাংলাকে রিমান্ড শেষে কারাকাগারে প্রেরণ

দর্শনায় ২২ টি স্বর্ণের বার সহ আটক বাংলার রিমান্ড শেষে কারাকাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। গত শুক্রবার তার রিমান্ড শেষে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে মামলার আয়ু দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ চুয়াডাঙ্গা আদালতের মহামান্য বিচারকের নিকট ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন।

আদালতের বিজ্ঞ আদালত তাকে ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলে আসামী সাঈদ খান ওরফে বাংলাকে দর্শনা থানা পুলিশ থানা হেফাজতের কাষ্টরিতে রেখে ১ দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গত শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করেন। এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোছাঃ জহুরা খাতুন।

উল্লেখ্য, গত ৫ এপ্রিল বুধবার সকালের দিকে মহেশপুর-৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি+ নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন একজন ব্যক্তি মোটরসাইকেল যোগে উথলী এলাকা হতে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে দর্শনার দিকে গমন করবে। অতঃপর অধিনায়কের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল উথলী এলাকায় এ্যাম্বুশ স্থাপন করে বসে থাকে।

এমন অবস্থায় পৌনে ১১ টার দিকে মোটরসাইকলে আরোহী উথলী অতিক্রম করে দর্শনার দিকে যেতে থাকার সময় এ্যাম্বুশ দল পিছু ধাওয়া করে দর্শনা রেল ক্রসিং এর পাশে ৪ কেজি ৪১৬ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ (২২টি বার) এবং ১টি মোটরসাইকেল সহ সাঈদ খান (৪২) নামের একজনকে আটক করে। আটককৃত ব্যাক্তি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন দর্শনা মোবারকপাড়ার আব্দুর রাজ্জাক মন্ডলের ছেলে।

আটকৃত স্বর্ণের বারের মূল্য ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩৪ টাকা। স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য পরিবহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের এবং স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে বলে ব্যাটালিয়নের সহকারী

পরিচাল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদেরকে জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার ছোট-পুটিমারীর মাদকসম্রাট সামিম আটক

আলমডাঙ্গার ছোট-পুটিমারী গ্রামের মাদক সম্রাট শামিম খন্দকারকে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৪ এপ্রিল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় ছোটপুটিমারী মাদ্রাসার নিকট ভূট্টা ক্ষেতের মধ্যে থেকে আটক করে। তার নিকট থেকে ২০ পিস ইয়াবা ও ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

এলাকাসূত্রে জানাযায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন মানেই মাদকের অভায়রণ্য। বিভিন্ন গ্রামে সহজেই মিলতো চোলাই মদ, গাঁজা, ইয়াবাসহ ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট। বর্তমান আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথের উদ্যোগে ওই ইউনিয়ন জুড়ে চলমান মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে জেহালা ইউনিয়ন। মাদক সেবনকারীরাও স্বাভাবিক জিবনে ফিরতে শুরু করেছে। তবে ছোট-পুটিমারী গ্রামের মৃত খন্দকার আবু সাইদের ছেলে সামিম খন্দকার গোপনে রমরমা ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয় করে আসছে। পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়েও সে থাকে ধরা ছোয়ার বাইরে।

গত শুক্রবার রাতে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের নিকট সামিমের বিরুদ্ধে গোপনে মাদক বিক্রয়ের তথ্য আসে। সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ির আইসি এসআই তাপস কুমার ও এএসআই শিপন মিয়া। ছোট-পুটিমারী গ্রামের মাদ্রাসা সংলগ্ন ভুট্টা ক্ষেতে রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ২০ পিস ইয়াবা ও ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে সামিমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুন্সিগঞ্জ এলাকার মাদক সম্রাট সামিমের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানাসহ বিভিন্ন থানায় এক ডজন মাদক মামলা রয়েছে। তিনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন মাদক মামলায় কারাভোগ করেছে।

মেহেরপুরে পর্ণোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে গৃহবধুর পর্ণোগ্রাফি আইনে দায়ের করা মাসলার আসামি রফিকুল ইসলাম (৫০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা গ্রামের বেলতলাপাড়া এলাকার মৃত ফজের আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে বিকালের দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে গাংনী পৌর এলাকার উত্তরপাড়া গ্রামের কাঠমিস্ত্রি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী তার বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি রবিউল ইসলাম বিভিন্ন সময় তাকে প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসতো। এতে মামলার বাদী রাজি না হওয়ায় আসামি তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মান-সম্মান নষ্ট করার ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলাতে বাধ্য করে। একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী সংসার ছেড়ে রবিউল ইসলামের সাথে বিয়ে করে নেয়। সংসারের ১৫ দিনের মাথায় জানতে পারে রবিউল ইসলাম এর আরও একটি স্ত্রী রয়েছে। তাই সে রবিউল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্বের স্বামীর কাছে চলে আসে। এরপর আসামি রবিউল ইসলাম আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ১৫ দিনের সংসার জীবনের বিভিন্ন শারীরিক সম্পর্কের গোপনে ধারণকৃত ভিডিও বর্তমান স্বামী জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠিয়ে সংসার নষ্ট করার চেষ্টা করে।

রবিউল ইসলাম ইতোপূর্বে গোপনে ধারনকৃত ছবি ও ভিডিও তার বর্তমান স্বামীর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠানোর হুমকি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য কুপ্রস্তাব দেয়। এতে বাদী নিরুপায় হয়ে কখনো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে তার সাথে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্ক করে।

কিছুদিন পূর্বে বাদি অবৈধ সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় তার ১১ বছর বয়সী শিশু লিজনকে মোটরসাইকেলে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তুলে নিয়ে যায়। পরে বাদি রবিউল ইসলামের সাথে শারীরিক সম্পর্কে রাজি হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেও জানান জিয়াউর রহমানের স্ত্রী।

আসামি গত ২ এপ্রিল বাদীর নগ্ন ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার স্বামীর মোবাইলে পাঠিয়ে সংসার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জিয়াউর রহমানের স্ত্রী গত শুক্রবার (১৪ এপ্রিল) রাতে রবিউল ইসলামকে আসামি করে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে নারীর অজ্ঞাতে তার নগ্নছবি মোবাইল ফোনে ধারন করে অন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও মানসিকভাবে মর্যাদাহানি করার অপরাধ আইনে মামলা দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গায় ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেল স্টেশন সংলগ্ন থেকে নেশাজাতীয় ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত বুধবার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকরা হলেন- পৌর এলাকার নওদা-বন্ডবিল গ্রামের কাহারপাড়ার মন্টুর ছেলে সজীব ওরফে ফজা (২৫) ও কালু বয়াতির ছেলে নিশান (২০)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, বুধবার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে দুই যুবক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয়ের খবর আসে পুলিশের নিকট। আলমডাঙ্গা থানার এসআই আমিনুর, এএসআই মোস্তফা কামাল সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় মাদক বিক্রয়কালে দু’যুবককে হাতে-নাতে আটক করে। তাদের নিকট থেকে নেশাজাতীয় দ্রব্য ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। এঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিনব্যাপী সেমিনার

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যমকর্মী এবং সুশীল সমাজের নাগরিকদের অংশগ্রহণে উগ্রবাদ প্রতিরোধে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ লাইন ড্রিল শেডে বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সহযোগিতায় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে উগ্রবাদ প্রতিরোধ দিনবব্যাপী এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) আবু তারেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়তে হলে আমাদের সকল ধর্মের প্রতি

শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কল্যানের জন্য কিন্তু এই মধ্যে কিছু মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সুযোগ নিচ্ছে উগ্রবাদের গড়ে তুলছে জেএমবি সহ বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি সংগঠনের। আমাদের সকলের ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হবে।

এ সময় তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি আহবান করে বলেন, আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যার যার যে ধর্ম সেই ধর্ম মেনে চলতে হবে। সেইসাথে ইসলামিক শরিয়ত মোতাবেক কাজ করতে হবে কিন্তু কোন প্রকার উগ্রবাদ ও জঙ্গি সংগঠনের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ এই দেশে কোন প্রকার জঙ্গি ও উগ্রবাদের সন্ধান পেলে আমরা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবো।পুলিশ এখন প্রযুক্তি ও আইসিটি দিন থেকে অনেক শক্তিশালী।

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ছাত্র গণমাধ্যমকর্মী এবং সুশীল সমাজের নাগরিকদের অংশগ্রহণ উগ্রবাদ প্রতিরোধে শীর্ষক দিনব্যাপী এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা শেষে সেমিনার উপলক্ষে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কাউন্টার টেটোরিজম ইউনিট শেখ ইমরান হোসেন বিপিএম পিপিএম

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃআজিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাডভোকেট মানিক আকবর সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ।

কার্পাসডাঙ্গায় ১ কেজি গাঁজা সহ চন্দন লাহিড়ী গ্রেফতার

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মিশনপল্লীর মৃত ইসহাক লাহিড়ীর ছেলে চন্দন লাহিড়ী (৫২) গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩ টার সময় নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চন্দন লাহিড়ীর নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজা সহ কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির এস আই ইমরান হোসেন, এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চন্দন’কে আটক করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে জানা যায় ১ জনকে গাঁজা সহ আটক করা হয়েছে।

গতকাল তার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন দামুড়হুদা মডেল থানায় আমি নতুন যোগাযোগ করেছি, তবে আমি আমার সাধ্যমতো মাদক নির্মুল করার চেষ্টা করবো। এবং এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে যুবসমাজকে ধংসের মুখ থেকে রক্ষা করতে হবে।

দর্শনা সীমান্তে প্রায় ৮২ লাখ টাকার সোনার বার উদ্ধার, আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থেকে প্রায় এক কেজি ওজনের ৮ স্বর্ণের বারসহ সুলতান আহমেদ (৪৪) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি। আটক সুলতান আহমেদ চাঁদপুর জেলা সদরের

আমির হোসেনের ছেলে।

গতকাল বুধবার (১২ এপ্রিল) সকাল ৭টার দিকে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির গেইটের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন একজন ব্যক্তি ভ্যানযোগে দর্শনা রেলস্টেশন এলাকা থেকে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে দর্শনা সীমান্তের দিকে যাবে। এমন তথ্যের ভিত্তিত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল গতকাল বুধবার সকালে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি এলাকায় অবস্থান নেয়। অবস্থানকালিন সকাল ৭টার দিকে এক ব্যাক্তিকে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির গেইট এলাকা দিয়ে দর্শনা সীমান্তের দিকে যেতে দেখলে সন্দেহ হলে টহলদল তাকে আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করার সময় পায়ের তালুতে স্কচ স্টেপ দিয়ে লাগানো

অবস্থায় ৯৭৯ দশমিক ৬২ গ্রাম ওজনের ৮টি স্বর্ণের ফ্ল্যাট বার উদ্ধার করা হয়। আটককৃত স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৮১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৭ টাকা।

তিনি আরও জানান, স্বর্ণের বারের শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্যেশ্যে পরিবহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখার অপরাধে অভিযুক্ত সুলতান আহমেদ কে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে। এবং স্বর্ণের বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনায় রুপসা এক্সপ্রেস থেকে ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার

চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন অভিযান চালিয়ে দর্শনা ৬ বিজিবি ১কেজি ১শ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।
জানাগেছে গতকাল বুধবার দুপুর ২ টার দিকে ৬ বিজিবির পরিচালক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি নেতৃত্বে অভিযান

চালায় দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে।

এ সময় দর্শনা বিওপি কমান্ডার সুবেদার নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রুপসা এক্সপ্রেস ট্রেনে। এ সময় বিজিবি রুপসা এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় বগির ভিতর ক্যারিয়ার এর উপর একটি স্কুল ব্যাগ দেখতে পায়। বিজিবি ব্যাগ তল্লাশি করে ১কেজি ১শ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে।বিজিবি ব্যাগের মালিক না পাওয়ায় কাউকে আটক করতে পারেনী।

বিজিবি জানায় দর্শনা সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃ মিঃবাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা রেল ষ্টেশন থেকে এ হেরোইন আটক করে।এ ঘটনায় সুবেদার নওশের আলী বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাটি বহনকারির জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহন চালিয়ে মাটি পরিবহন করায় মোঃ কালু মিয়া নামের একজনকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। কালু মিয়া আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার(ভুমি) নাদির হোসেন শামীম।

আদালত পরিচালনা কারি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামে মাটি কেটে ভাটায় নিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর ৫(৪) ও ১৫ ধারায় তাকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

বিচারের নামে কোন বিচারক অবিচার করলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে– প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো এই দেশের জনগন যাতে স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে ন্যায় বিচার লাভ করেন। এই রাষ্ট্রের মালিক ১৭ কোটি মানুষ। এই ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষ নিত্যদিন আদালত চত্বরে আসেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায়। যেহেতু এই রাষ্ট্রের মালিক জনগন, সেহেতু মানুষ যাতে আদালতে এসে স্বঃস্বিতে বসতে পারেন, তারা যাতে বুঝতে পারেন এই জায়গাটি তাদের। সেই জন্য প্রায় প্রতিটি জেলায় বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার নির্মান করা হচ্ছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ আদালত প্রাঙ্গনে “ন্যায়কুঞ্জ” উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আদালতগুলোতে যে মামলা জট সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুত ছাড়াতে বিচারকগনকে বলা হয়েছে, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার পান। এদিকে ঝিনাইদহ আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচারের নামে কোন বিচারক যদি অবিচার করেন, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বিচার বিভাগের কেউ দুর্নীতি করলে তাকে রাখা হবে না।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি একটা ক্যান্সার। আমার হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে। যদি একটি আঙ্গুলে ক্যান্সার হয় তাহলে বড় চিকিৎসা হচ্ছে সেটা কেটে ফেলা। তাই যে জজ বিচার বিক্রি করবে, সেই জজের আঙ্গুল কেটে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধাবোধ করবো না। একজন জজ যদি বিচারের মাধ্যমে একজনের সম্পদ অন্যজনের দিয়ে দেন, তাহলে সে ডাকাতের চেয়েও খারাপ। তিনি বলেন, এমন অন্যায়ের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। যদি কোন জজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পান, জানালে সাথে সাথে আমি ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

তিনি বলেন, ঝিনাইদহের বিষয়খালীর যুদ্ধ ইতিহাসের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ যা আমরা ভুলতে পারব না। ১৯৭১ সালে বিষয়খালী ব্রিজের এইপাশে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিলেন। আর অপরপাশে ছিল পাকিস্তানী বাহিনী। সেখানে দির্ঘ সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল যা আমাদের ভুলবার নয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার এস কে এম তোফায়েল হাসান, জেলা প্রশাসক এস.এম রফিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা জজ নাজিমুদৌলা, পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকিদুল ইসলাম, সরকারি কৌশুলী বিকাশ কুমার ঘোষ ও পিপি অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন বিচারাঙ্গনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।